২০ নভেম্বর ঘোষণা হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আপিলের রায়



সংগৃহীত ছবি

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের দাবিতে করা আপিলের শুনানি শেষ হয়েছে। আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির পূর্ণ বেঞ্চ আগামী বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রায় ঘোষণা করবেন।

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ-এর নেতৃত্বে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) শুনানির শেষে রায়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। আপিলের শুনানি অক্টোবরের ২১ তারিখে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সম্পন্ন হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান আদালতে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায় সমাজ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, রায়টি সমাজব্যবস্থার ওপর নষ্ট করার মতো প্রভাব ফেলেছে।

এর আগে রিভিউ আবেদনের ভিত্তিতে আপিলে শোনা অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর ড. বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচজন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার আপিল দায়ের করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৯৬ সালের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। ১৯৯৮ সালে তিনজন আইনজীবী হাইকোর্টে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট হাইকোর্ট রিট খারিজ করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধ ঘোষণা করে।

এর বিরুদ্ধে সরাসরি আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়। ২০০৫ সালে আবেদনকারীরা আপিল দায়ের করেন। ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগ ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে। এরপর পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলোপসহ অন্যান্য পরিবর্তন সংসদে পাস হয়।

সরকার পরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেন। পরে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (১৬ অক্টোবর) এবং জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (২৩ অক্টোবর) একই ধরনের আবেদন করেন। নওগাঁর বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোফাজ্জল হোসেনও আপিল বিভাগে রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন জমা দিয়েছেন।